জল জোগাচ্ছেন জওয়ানেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তপন: এক্ ঘটি খাবার জল খুঁজতে বার হয়ে চেষ্টায় সীমান্ত সড়কের উপরে ঢলে পড়েছিলেন ত্রিকুল গ্রামের বৃধু ওরাঁও। একই ভাবে চেষ্টায় কাতর বাচ্চার মুখে একটু খাবার জল দিতে ভোর রাতে সন্ধ্যা ওরাঁওকে শুকিয়ে যাওয়া কুঁয়োর সামনে লাইনে দাঁড়াতে হয়েছিল। পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলে নোংরা পুকুরের কাদা জলই খান এলাকার বাসিন্দারা। জেলা সদর বালুরঘাট থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে তপন ব্লকের ত্রিকুল, গোপীনগর, হরিবংশীপুর, পাহাড়পুর, অর্জুনপুর, কাউলি সীমান্ত গ্রামগুলিতে গরম পড়তেই শুরু হয়েছে জলের হাহাকার। বাসিন্দাদের কষ্ট দেখে ট্যাঙ্কারে করে পানীয় জল সরবরাহ শুরু করেছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। এলাকার সীমান্তগ্রামগুলিতে আজ পর্যন্ত পানীয় জলের কোনও সুষ্ঠ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। এই পরিস্থিতিতে জওয়ানরাই ভরসা বাসিন্দাদের। জলঘর ফাঁড়ির কম্যান্ডান্ট সুরেন্দ্র কুমার মালিকের নেতৃত্বে রোজ সকালে গ্রামগুলিতে জওয়ানরা পৌঁছে দিচ্ছেন পানীয় জলের গাড়ি। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই জল আসছে ৩৫ কিলোমিটার দূরের পতিরামে বিএসএফের সদর ক্যাম্প থেকে। এলাকার আরএসপি পঞ্চায়েত চিঙ্কু টুডু বলেন, "এলাকাটি খরাপ্রবণ। পঞ্চায়েতের তরফে সমস্ত কাজ করা সম্ভব নয়। বাসিন্দাদের পুকুরের ঘোলা জল খেতে হয়। বাচ্চারা পেটের অসুখে ভোগে। বিএসএফ পানীয় জলের ব্যবস্থা না-করলে এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যায় পড়তে হত।" জলঘরের বিএসএফ কম্যান্ডান্ট বলেন, "গরম পড়তেই এলাকায় সমস্ত জলের উৎস শুকিয়ে যায়। শিশু এবং বয়স্কদের জলের জন্য কষ্ট চোখে দেখা যায় না। তাই জলের ব্যবস্থা করা হয়। বালুরঘাটের প্রাক্তন আরএসপি সাংসদ রণেন বর্মনের বাড়ি হরিবংশীপুর। এই প্রাক্তন সাংসদের নিজের গ্রামে এখনও বসেনি গভীর নলকূপ। তাঁর গ্রামেও পানীয় জলের জন্য ভরসা বিএসএফ জওয়ানরা। প্রাক্তন সাংসদ বলেন, "এ এলাকায় মার্ক টু পাম্প কাজ করে না। জলঘর থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। সজলধারা প্রকল্পের মাধ্যমেও স্থানীয় জলসঙ্কট মেটানোর পরিকল্পনা আছে।" স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এলাকায় নলকূপ বসানো হলে কয়েকদিনের মধ্যে সেগুলি বিকল হয়ে পড়ে। জলঘরের পিএইচই প্রকল্প থেকেও নিয়মিত জল মেলে না।" তাঁদের অভিযোগ, প্রাক্তন সাংসদকে বহু বার সমস্যার কথা বললেও কোনও সুরাহা হয়নি। এলাকার বাসিন্দা লক্ষ্মী ওরাঁও, বুচা ওরাঁও, বিশু টুডুরা বলেছেন, "জওয়ানরা পাশে না-থাকলে এই গরমে জলের কষ্টেই মরে যেতাম।"

ছবি: অমিত মোহান্ত।